দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ JUN 29 1999
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

472

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট নির্বাচন প্রশ্নে রুল জারি ॥ ২০শে জুলাই শুনানি

সুপ্রীম কোর্ট রিপোর্টার ॥ গতকাল (সোমবার) সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচনে ঘোষিত ফলাফল কেন অবৈধ ও আইনগত ক্ষমতাবহির্ভূত

(২য় পৃষ্ঠায় ৫-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বলিয়া ঘোষণা করা হইবে না দুই সপ্তাহের মধ্যে ইহার কারণ দর্শাইবার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর, প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর ও অন্যান্যের প্রতি রুল জারি করিয়াছেন। গত ১৮ই জুন এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে উক্ত ফলাফল ঘোষণা করা হয়। আদালত আগামী ২০শে জুলাই জারিকৃত রুলের শুনানির দিন ধার্য করিয়াছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে গ্রাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচনের ফলাফলের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করিয়া নির্বাচনে অন্যতম প্রার্থী গিয়াস কামাল চৌধুরী, অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ, অধ্যাপক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম ও ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে একটি রীট পিটিশন পেশ করেন।

আবেদনকারিগণের পক্ষে ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন রীট পিটিশনের শুনানিকালে বলেন, ঢাকার বাহিরের সংশ্লিষ্ট ভোট কেন্দ্রে ভোট গণনা না করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচন আইনের ৪৬ নম্বর ধারার ১৬ ও ১৭ নম্বর উপ-ধারার চরম লংঘন করা হইয়াছে। উক্ত আইনে বলা আছে যে, প্রত্যেক ভোট কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার প্রত্যেক প্রার্থীর পক্ষে প্রদত্ত ভোট গণনা করিয়া রিপোর্ট প্রস্তুত করিবেন। তিনি তাঁহার বক্তব্যের শুরুতে বলেন, ভোট গণনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার অপকর্ম ও ছল-চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণের অভিযোগ থাকিলেও আবেদনকারিগণ রীট পিটিশনে কেবল নির্বাচন আইনের লংঘন ও ইহার ব্যাখ্যা সংক্রান্ত বিষয় উত্থাপন করিয়াছেন মাত্র।

ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন গুরুত্বসহকারে বলেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আইন লংঘনের এই খারাপ দৃষ্টান্তটি বিনা চ্যালেঞ্জে ছাড়িয়া দিলে ইহা উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকিবে। আইনে বর্ণিত বিধান ত্যাগ করা (ইস্টপল) যায় না। নির্বাচনে নিরপেক্ষতা ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য নির্বাচন আইন কঠোরভাবে অনুসরণ করা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের জারিকৃত বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি ও নির্দেশনা প্রদর্শন করিয়া বলেন যে, ভোট গ্রহণের অব্যবহিত পর ব্যালট পেপার সিল প্যাকেটে পুরিয়া ঢাকায় আসিবার জন্য প্রিজাইডিং অফিসারদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই সকল প্রিজাইডিং অফিসারের অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসার হিসাবে ভাইস-চ্যান্সেলরের অধীনে কাজ করেন।

তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, ১৯৯৭-৯৮ সালের সিনেট নির্বাচন পরবর্তী বৎসর অর্থাৎ ১৯৯৯ সালে করিবার ব্যাপারে কোন আইনগত যৌক্তিকতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নাই। কারণ নির্বাচন আইনে একমাত্র অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে পরবর্তী বৎসরে সিনেট নির্বাচনের বিধান রাখা হইয়াছে। কিন্তু কি অস্বাভাবিক অবস্থার কারণে ১৯৯৭-৯৮ সালে সিনেট নির্বাচন করা সম্ভব হয় নাই ইহার কোন ব্যাখ্যা ভাইস-চ্যান্সেলর কোথাও প্রদান করেন নাই।

ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন বলেন, মূল ব্যবস্থাপনায় ১৭ ও ১৮ই জুন সকাল ৯টা হইতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ঢাকায় ভোট গণনার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু পরে উহা পরিবর্তন করিয়া ১৭ই জুন ভোট গণনা শেষ করিবার ব্যবস্থা করা হয়। ফলে মধ্যরাতের পরও ছাত্র-শিক্ষক মিলনায়তনে ভোট গণনা করা হয়। কাজেই ভয়-ভীতি ও সন্ত্রাসী পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ায় পোলিং এজেন্টসহ অন্যরা গণনা স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। নির্বাচনের শুরু হইতেই নির্বাচন কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সময়ে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নির্বাচনী ব্যবস্থা পরিবর্তন করিয়াছেন।

রীট পিটিশনের অন্যতম বিবাদী এএফএম মেসবাহ উদ্দিনের পক্ষে ব্যারিষ্টার শফিক আহমদ শুনানিকালে হাজির হইয়া স্থগিতাদেশ প্রদানের বিরোধিতা করেন। তিনি নিশ্চয়তা দেন যে, তিনি সকল বিবাদীর প্রতি নোটিস জারি নিশ্চিত করিবেন।

উভয়পক্ষের শুনানি শেষে বিচারপতি কে এম হাসান ও বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুসকে লইয়া গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ উক্ত রুল জারি করেন এবং ২০শে জুলাই জারিকৃত রুলের শুনানির দিন ধার্য করেন। শুনানিকালে ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেনকে সহায়তা করেন এডভোকেট মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক।